পঞ্চম অধ্যায়

সংবিধান

আমরা রাষ্ট্রে বাস করি। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কিছু নিয়ম কানুন রয়েছে। এসব নিয়মাবলির সমষ্টিকে সংবিধান বলে। সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। সংবিধানকে বলা হয় রাষ্ট্রের দর্পণ বা আয়নাস্বরূপ। সংবিধানে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, শাসকের ক্ষমতা এবং নাগরিক ও শাসকের সম্পর্ক কিরূপ হবে তা সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। কাজেই রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের সংবিধান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে আমরা সংবিধানের ধারণা, সংবিধানের গুরুত্ব, সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি, বিভিন্ন প্রকার সংবিধানের বৈশিষ্ট্য, বাংলাদেশের সংবিধান তৈরির ইতিহাস, এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন সংশোধনীসমূহ সম্বন্ধে জানব।

এ অধ্যায় পড়া শেষে আমরা-

- সংবিধানের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সংবিধান প্রণয়নের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের সংবিধান রচনার ইতিহাস বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন সংশোধনী বর্ণনা করতে পারব।

সংবিধানের ধারণা ও গুরুত্ব

সংবিধান হলো রাষ্ট্রের পরিচালনার মৌলিক দলিল। যে সব নিয়মের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে সংবিধান বলে। সরকার কীভাবে নির্বাচিত হবে, আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ কীভাবে গঠিত হবে, এদের ক্ষমতা কী হবে, জনগন ও সরকরের সম্পর্ক কেমন হবে-এসব বিষয় সংবিধানে উল্লেখ থাকে। এসব বিষয়ে সংবিধানের পরিপন্থী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করা যায় না। তাই সংবিধানকে রাষ্টের চালিকা শক্তি বলা হয়। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের জনক অ্যারিস্টটল বলেন, ”সংবিধান হলো এমন এক জীবন পদ্ধতি যা রাষ্ট্র স্বয়ং বেছে নিয়েছে।

সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি

সংবিধান প্রণয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

১. **অনুমোদনের মাধ্যমে :** জনগণকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে অতীতে প্রায় রাষ্ট্রেই স্বেচ্ছাচারী শাসক নিজের ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করত। এতে জনগণের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দেয়। জনগণকে শান্ত করার জন্য এবং তাদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য একপর্যায়ে শাসক সংবিধান প্রণয়ন করেন। যেমন- ১২১৫ সালে ইংল্যান্ডের রাজা জন ‘ম্যাগনাকার্টা’ নামে অধিকার সনদ স্বাক্ষরে বাধ্য হন। এটি ব্রিটিশ সংবিধানের এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে।

২. **আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে :** সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত গণপরিষদের সদস্যদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান রচিত হতে পারে। ভারত, পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান এভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গণপরিষদ কর্তৃক ১৯৭২ সালে প্রণীত হয়।

৩. **বিপ্লবের দ্বারা :** শাসক যখন জনগণের স্বার্থ ও কল্যাণ নিহিত নয় এমন কোনো কাজ করে অর্থাৎ শাসক স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত হয়, তখন বিপ্লবের মাধ্যমে স্বৈরাচারী শাসকের পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন শাসকগোষ্ঠী শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং নতুন সংবিধান তৈরি করে। রাশিয়া, কিউবা, চীনের সংবিধান এ পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে।

৪. **ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে :** বিবর্তনের মাধ্যমে সংবিধান গড়ে উঠতে পারে। যেমন- ব্রিটেনের সংবিধান ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে লোকাচার ও প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে সংবিধান কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণয়ন করা হয় না, ধীরে ধীরে গড়ে উঠে। তাই বলা হয়, ব্রিটিশ সংবিধান তৈরি হয়নি, গড়ে উঠেছে।

জোড়ায় কাজ : সংবিধান প্রণয়নের কোন পদ্ধতি উত্তম? তার কয়েকটি কারণ ব্যাখ্যা কর।

সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ

সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ নিচে দেখানো হলো–

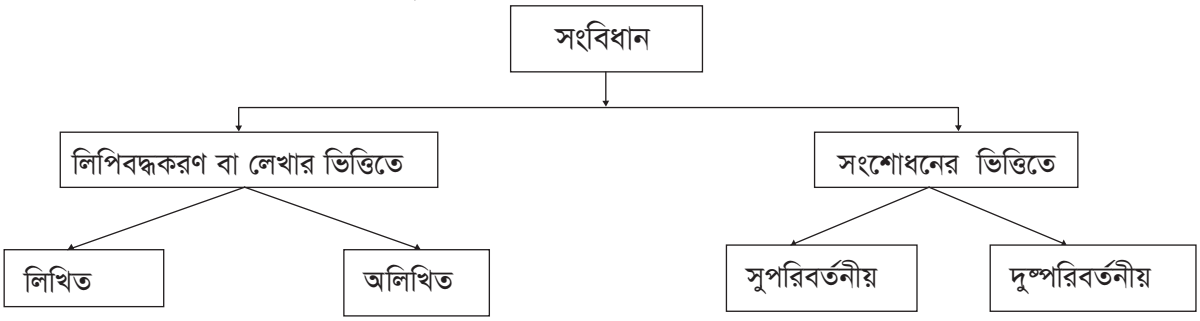

১. লেখার ভিত্তিতে সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ : লেখার ভিত্তিতে সংবিধান দুই ধরনের হতে পারে। যথা : ক। লিখিত সংবিধান ও খ। অলিখিত সংবিধান।

ক. লিখিত সংবিধান : লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত।

খ. অলিখিত সংবিধান : অলিখিত সংবিধানের অধিকাংশ নিয়ম কোনো দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে না। এ ধরনের সংবিধান প্রথা ও রীতিনীতিভিত্তিক। চিরাচরিত নিয়ম ও আচার অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে এ ধরনের সংবিধান গড়ে উঠে। যেমন- ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত।

তবে এ কথা সত্য যে, কোনো সংবিধানই পুরোপুরি লিখিত বা অলিখিত নয়। কোনোটি বেশি লিখিত আবার কোনোটি কম লিখিত। যে সংবিধানে অধিকাংশ বিষয় লিখিত থাকে, তাকে বলে লিখিত সংবিধান। আর যে সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় অলিখিত থাকে, তাকে অলিখিত সংবিধান বলে।

২. **সংশোধনের ভিত্তিতে সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ :** সংশোধনের ভিত্তিতে সংবিধান দুই প্রকার। যথা –
ক। সুপরিবর্তনীয় সংবিধান ও খ। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান।

ক. **সুপরিবর্তনীয় সংবিধান :** সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের যে কোনো ধারা সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায়। এ ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তন করতে কোনো জটিলতার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আইনসভা এর যেকোনো অংশ সংশোধন করতে পারে। ব্রিটিশ সংবিধান সুপরিবর্তনীয় সংবিধান।

খ. **দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান :** দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের কোনো ধারা সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায় না, এ ক্ষেত্রে সংবিধান পরিবর্তন বা সংশোধন করতে হলে জটিল পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এ ধরনের সংবিধান পরিবর্তন করা যায় না। প্রয়োজন হয় বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সম্মেলন ও ভোটাভুটির। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়।

লিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

লিখিত সংবিধানের যেসব উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেগুলো নিম্নে বর্ণিত হলো-

১. **সুস্পষ্টতা :** লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ ধারা লিখিত থাকে বলে এটি জনগণের নিকট সুস্পষ্ট ও বোধমগ্য হয়। লিখিত সংবিধানে সাধারণত সংশোধন পদ্ধতি উল্লেখ থাকে বিধায় খুব সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায় না। কিন্তু সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। লিখিত সংবিধান পরিবর্তিত সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। এজন্য এটি কখনো কখনো প্রগতির অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া অনেক সময় সংবিধান সংশোধনের জন্য জনগণ বিপ্লব করতে বাধ্য হয়।

২. **স্থিতিশীলতা :** এ সংবিধানে সব কিছু লিখিত থাকে বিধায় শাসক তার ইচ্ছামতো এটি পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে না। তাই লিখিত সংবিধান যেকোনো পরিস্থিতিতে স্থিতিশীল থাকতে পারে। লিখিত সংবিধানের সকল ধারা জনগণ ও শাসক মেনে চলতে বাধ্য হয়।

৩. **যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থার উপযোগী :** লিখিত সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থার জন্য উপযোগী। এ সংবিধানের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়। সংবিধান লিখিত না হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় এরূপ ক্ষমতা বণ্টন সম্ভব হতো না। যেমন- ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, লিখিত সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সফলতার পূর্বশর্ত।

৪. **শাসক ও জনগণের সম্পর্ক :** লিখিত সংবিধানে শাসকের ক্ষমতা কী হবে, জনগণ কী কী অধিকার ভোগ করবে তার উল্লেখ থাকে। এর ফলে শাসক ও জনগণ নিজেদের ক্ষমতা ও অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে।

দলীয় কাজ : লিখিত সংবিধানের একটি প্রধান গুণ বর্ণনা কর।

অলিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

অলিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য নিম্নে বর্ণনা করা হলে–

১. **প্রগতির সহায়ক :** সমাজ সর্বদা প্রগতির দিকে ধাবিত হয়। আর অলিখিত সংবিধান সমাজের প্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে সহজে পরিবর্তন করা যায়। অর্থাৎ এটি সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সহজেই খাপ খাওয়াতে পারে। সুতরাং অলিখিত সংবিধান প্রগতির সহায়ক। কিন্তু অধিক পরিবর্তনশীলতা আবার অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

২. **জরুরি প্রয়োজনে সহায়ক :** অলিখিত সংবিধান যেহেতু সহজে পরিবর্তনীয়, তাই জরুরি প্রয়োজন মিটাতে অলিখিত সংবিধান অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অলিখিত সংবিধান ঘন ঘন পরিবর্তনের ফলে কোনো স্থায়ী নীতি ও কার্যক্রম হাতে নেওয়া যায় না। এর ফলে সরকারব্যবস্থা অস্থিতিশীল হতে পারে।

৩. **বিপ্লবের সম্ভাবনা কম :** এ সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায়। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী অলিখিত সংবিধান পরিবর্তন হতে পারে বিধায় বিপ্লবের সম্ভাবনা কম থাকে।

৪. **বিবিধ :** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় অলিখিত সংবিধান উপযোগী নয়। এ সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় লিখিত না থাকায় রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয় সম্পর্কে অনেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা থাকে না।

জোড়ায় কাজ : লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য তুলে ধর।

উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের কোনো না কোনো সংবিধান রয়েছে। যে রাষ্ট্রের সংবিধান যত উন্নত, সে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা ততটা উত্তমভাবে পরিচালিত হয়। উত্তম সংবিধানের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে।

১. **সুস্পষ্ট :** উত্তম সংবিধানে অধিকাংশ বিষয় লিখিত থাকে। এ সংবিধানের ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল হয়। এ কারণে উত্তম সংবিধান সকলের নিকট সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়।

২. **সংক্ষিপ্ত :** উত্তম সংবিধান সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির। অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্তম সংবিধানে স্থান পায় না। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য উল্লেখযোগ্য বিধিবিধানগুলো এ সংবিধানে উল্লেখ থাকে।

৩. **মৌলিক অধিকার :** নাগরিকের মৌলিক অধিকার উত্তম সংবিধানে উল্লেখ থাকে। এর ফলে জনগণ তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। তাছাড়া শাসক বা অন্য কেউ এ অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

৪. **জনমতের প্রতিফলন :** উত্তম সংবিধান জনমতের ভিত্তিতে প্রণীত হয়। এ সংবিধানে জনগণের চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। তাছাড়া সামাজিক রীতি-নীতি ও ঐতিহ্য এ সংবিধানে প্রতিফলিত হয়।

৫. **সুষম প্রকৃতির :** উত্তম সংবিধান সুষম প্রকৃতির। এর অর্থ, উত্তম সংবিধান সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের মাঝামাঝি অবস্থান করে। অর্থাৎ এটি খুব সুপরিবর্তনীয় কিংবা খুব বেশি দুষ্পরিবর্তনীয় নয়। এর ফলে উত্তম সংবিধান সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম।

৬. **সংশোধন পদ্ধতি :** উত্তম সংবিধানের কোনো ধারার সংশোধন বা পরিবর্তন নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়। অর্থাৎ এ সংবিধানে সংশোধন পদ্ধতি উল্লেখ থাকে। সংবিধানের কোন অংশ কীভাবে সংশোধন করা হবে তা উত্তম সংবিধানে উল্লেখ থাকে।

৭. **রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি :** রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি উত্তম সংবিধানে উল্লেখ থাকে। যেমন- বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

৮. **জনকল্যাণকামী :** দার্শনিক রুশো বলেছেন, যে আইনে মানুষের কল্যাণ নাই তা উত্তম সংবিধান হতে পারে না। সুতরাং উত্তম সংবিধান হবে জনকল্যাণকামী।

কোনো সংবিধানে উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে তাকে উত্তম সংবিধান বলা যাবে।

বাংলাদেশের সংবিধান

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে সংবিধান তৈরির জন্য ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটির সভাপতি ছিলেন ড. কামাল হোসেন। এ খসড়া কমিটির প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৭২ সালের ১৭ এপ্রিল। এ কমিটি অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান তৈরি করে এবং তা গণপরিষদে উত্থাপিত হয়। ১৯ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত গণপরিষদে সংবিধানের খসড়া পাঠ করা হয়। গণপরিষদে বিভিন্ন সদস্যের পক্ষে-বিপক্ষে মতামত দানের পর অবশেষে পরিমার্জিত হয়ে উক্ত সংবিধান ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ থেকে তা কার্যকর হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

১. **লিখিত দলিল :** বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত দলিল। এর ১৫৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। এটি ১১টি ভাগে বিভক্ত। এর একটি প্রস্তাবনাসহ সাতটি তফসিল রয়েছে।

২. **দুষ্পরিবর্তনীয় :** বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। কারণ, এর কোনো নিয়ম পরিবর্তন বা সংশোধন করতে জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হয়।

৩. **রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি :** জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এসব মূলনীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৪. **মৌলিক অধিকার :** সংবিধান হলো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা কী কী অধিকার ভোগ করতে পারব তা সংবিধানে উল্লেখ থাকায় এগুলোর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন- জীবনধারণের অধিকার, চলাফেরার অধিকার, বাকস্বাধীনতার অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মচর্চার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি।

৫. **সর্বজনীন ভোটাধিকার :** বাংলাদেশের সংবিধানে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, পেশা ইত্যাদি নির্বিশেষে ১৮ বছর বয়সের এ দেশের সকল নাগরিক ভোটাধিকার লাভ করেছে।

৬. **প্রজাতান্ত্রিক :** সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। জনগণের পক্ষে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ক্ষমতা পরিচালনা করবেন।

৭. **সংসদীয় সরকার :** বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার হাতে শাসনকার্য পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়। এ সরকারব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ তার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে।

৮. **এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র :** বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। এখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মতো কোনো অঙ্গরাজ্য বা প্রাদেশিক সরকার নেই। জাতীয় পর্যায়ে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সমগ্র দেশ পরিচালিত হয়।

৯. **আইনসভা :** বাংলাদেশের আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট। এটি সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। এর নাম জাতীয় সংসদ। বর্তমানে জাতীয় সংসদ ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। সংসদের মেয়াদ ৫ বছর।

১০. **সর্বোচ্চ আইন :** বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। কারণ বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে দেশের প্রচলিত কোনো আইনের সংঘাত সৃষ্টি হলে সে ক্ষেত্রে সংবিধান প্রাধান্য পাবে। অর্থাৎ যদি কোনো আইন সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যহীন হয়, তাহলে ঐ আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততোখানি বাতিল হয়ে যাবে।

১১. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা : বাংলাদেশের সংবিধানে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের বিধান রয়েছে।

দলীয় কাজ : বাংলাদেশের সংবিধান কি উত্তম? উত্তরের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করবে।

বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের সংবিধান মোট ১৬ বার সংশোধন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৬টি সংশোধনীর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নে বর্ণিত হলো-

সংশোধনী ও সাল	বিষয়বস্তু
প্রথম সংশোধনী জুলাই, ১৯৭৩	● ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার মানবতাবিরোধী, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিধান করা হয়।
দ্বিতীয় সংশোধনী সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩	● দেশের ভেতরে গোলযোগ, যুদ্ধের আশঙ্কা কিংবা মানুষের জীবনযাত্রায় সংকট দেখা দিলে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণার ক্ষমতা দেওয়া হয়।
তৃতীয় সংশোধনী নভেম্বর, ১৯৭৪	● বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত সংক্রান্ত যে চুক্তি হয়, তৃতীয় সংশোধনীতে তা বৈধ ঘোষণা করা হয়।
চতুর্থ সংশোধনী জানুয়ারি, ১৯৭৫	● সংসদীয় সরকারব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ● উপরাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি এবং সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে একটিমাত্র জাতীয় দল সৃষ্টি করা হয়।
পঞ্চম সংশোধনী এপ্রিল, ১৯৭৯	● ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পরে সামরিক সরকার কর্তৃক যেসব বিধিবিধান প্রণয়ন ও সংবিধানের সংশোধনী আনা হয়েছে, সেগুলো পঞ্চম সংশোধনী আইনে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। ● রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পরিবর্তন করা হয়। ● বাংলাদেশের নাগরিকতা 'বাঙালি' থেকে 'বাংলাদেশি' করা হয়।
ষষ্ঠ সংশোধনী জুলাই, ১৯৮১	● উপরাষ্ট্রপতির পদ লাভজনক নয় এই বিধান করে বিচারপতি সাত্তারকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়।
সপ্তম সংশোধনী নভেম্বর, ১৯৮৬	● ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত জেনারেল এরশাদ যেসব বিধি-বিধান ও সামরিক আইন জারি এবং তার ভিত্তিতে যেসব কাজ সম্পাদন করেছিলেন, সেগুলোকে এ সংশোধনীতে বৈধতা দেওয়া হয়।
অষ্টম সংশোধনী জুন, ১৯৮৮	● বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম এবং ঢাকার বাইরে হাইকোর্টের ৬টি বেঞ্চ স্থাপন করা হয়।
নবম সংশোধনী জুলাই, ১৯৮৯	● জনগণের সরাসরি ভোটে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধান করা হয়। ● রাষ্ট্রপতি পদে কোনো ব্যক্তি পর পর দুই মেয়াদের অধিক অধিষ্ঠিত না হতে পারার নিয়ম করা হয়।

সংশোধনী ও সাল	বিষয়বস্তু
দশম সংশোধনী জুন, ১৯৯০	• জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনের সময় আরও ১০ বছর বৃদ্ধি করা হয়।
একাদশ সংশোধনী আগস্ট, ১৯৯১	• অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ কর্তৃক প্রয়োগকৃত সকল কার্যক্রম বৈধ করা হয় এবং পুনরায় তাঁর প্রধান বিচারপতি পদে ফিরে যাবার বিধান করা হয়।
দ্বাদশ সংশোধনী সেপ্টেম্বর, ১৯৯১	• রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন হয়। • উপরাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত।
ত্রয়োদশ সংশোধনী মার্চ, ১৯৯৬	• অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন।
চতুর্দশ সংশোধনী মে, ২০০৪	• মহিলাদের জন্য ৪৫টি আসন সংরক্ষণ। • রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সরকারি অফিসসহ নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের বিধান করা হয়। • সুপ্রীমকোর্টের বিচারক, পিএসসির চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অবসরের বয়সসীমা বৃদ্ধি করা হয়।
পঞ্চদশ সংশোধনী জুলাই,২০১১	• তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলুপ্তকরণ। • ১৯৭২ মূল সংবিধানের রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি যথা : জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। • রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রাখার পাশাপাশি সকল ধর্মচর্চার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়। • জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ৫০টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।
ষোড়শ সংশোধনী সেপ্টেম্বর,২০১৪	• সুপ্রীম কোর্টের বিচারপ্রতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের হাতে ফিরিয়ে আনার বিধান পুন:প্রবর্তন করা যায়।

দলীয় কাজ : সংবিধানের চতুর্থ ও দ্বাদশ সংশোধনী অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সংক্ষেপে আলোচনা করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক কে ?

ক) জন লক খ) জ্যাঁ জ্যাক রুশো

গ) এ্যারিস্টটল ঘ) টি.এইচ. গ্রিন

২। বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য কী ?

ক) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার প্রবর্তন খ) রাষ্ট্রীয় মূলনীতির পরিবর্তন

গ) সংসদীয় সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন ঘ) তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলুপ্তকরণ।

৩। সংবিধান প্রণয়ন করার প্রয়োজন হয়–

i. জনগণকে শান্ত করার জন্য।

ii. জনগণের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য।

iii. স্বেচ্ছাচারী শাসক থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

'ক' ব্যক্তি প্রতিবেশী 'খ' ব্যক্তির একটি জমি দখল করে নিলে 'খ' ব্যক্তি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার শরণাপন্ন হয়। উক্ত সংস্থা প্রচলিত আইনের মাধ্যমে 'খ' ব্যক্তির জমি তাকে বুঝিয়ে দেয়।

৪। সংবিধানের কোন বৈশিষ্ট্যের প্রয়োগের কারণে 'খ' তার সম্পত্তি ফেরত পায়?

ক) মৌলিক অধিকার খ) জনমতের প্রতিফলন

গ) সংশোধন পদ্ধতি ঘ) সুষম প্রকৃতির

৫। সংবিধানে উক্ত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ থাকায় জনগণ–

i. নিজেদের অধিকার ভোগের প্রতি সচেতন হয়

ii. কেউ অন্য কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না

iii. তাদের চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখতে পায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। 'ক' নামক সামাজিক সংগঠনটি সামাজিক চিরাচরিত নিয়ম কানুন অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং নিয়মগুলো কোথাও লিপিবদ্ধ করা হয়নি। সংগঠনের মাঝে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তারা প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি করে। পক্ষান্তরে 'খ' নামক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্কুল পরিচালনায় সুস্পষ্টভাবে লিখিত নিয়মকানুন মেনে স্কুল পরিচালনা করেন। যেকোনো নীতিমালা তৈরি বা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হন। মাঝে মাঝে লিখিত নিয়ম কানুনের ব্যাখ্যা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়।

ক. ১২১৫ সালে ইংল্যাণ্ডের রাজা জন যে অধিকার সনদ প্রণয়ন করেছিলেন তার নাম কী?

খ. সংবিধান প্রণয়ন প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. 'ক' সংগঠনটি পরিচালনার নিয়মাবলি কোন ধরনের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা আলোচনা কর।

ঘ. 'ক' ও 'খ' প্রতিষ্ঠান দুটির পরিচালনার নিয়মাবলির মধ্যে তুমি কোনটিকে উত্তম বলে মনে কর তার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

২। একই ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং ধর্মীয় নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করা হলো। এ রাষ্ট্রের সংবিধানে রাষ্ট্রের সকল কাজে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। উক্ত রাষ্ট্রের আইন সভায় একটি বিল পাসের ব্যাপারে আইন সভার মোট ২১০ জন সদস্যের মধ্যে ১৪০ জনের সম্মতি না থাকায় বিলটি বাতিল হয়ে যায়।

ক. বাংলাদেশের সংবিধান কত তারিখে কার্যকর হয়?

খ. অলিখিত সংবিধান বলতে কী বোঝায়।

গ. সংশোধনের ভিত্তিতে 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান কোন শ্রেণির? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধানে বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়– বিশ্লেষণ কর।